আই ডি নংঃ ০৫

৬. তারিকুল ইসলাম

বয়স ঃ ২২ বছর

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এইচ এস সি

পিতা ঃ একরামুল ইসলাম

বর্তমান ঠিকানা ঃ মোহনপুর রাজশাহী ।

মোবাইল ফোন নংঃ ০১৭২৩৬০৬৩৬৬

সাক্ষাতকার থেকে পাওয়া ঃ

রাজশাহী জেলার মোহনপুর বাড়ি। তার বাম পা এর কোমরের নিচের হাড় ভেঙ্গে গেছে । এখন তিনি হাঁটতে পারেন । গত মে মাসের ২৪ তারিখ পঙ্গু থেকে সি আরপি তে পাঠানো হয়। সে এখন সেখানেই চিকিৎসা নেওয়া শেষ করেছেন । তিনি এ পর্যন্ড় প্রায় ৫০ হাজার টাকার মত বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন । সে আর গার্মেন্টস এ ফিরতে চান না । সে বি এ পড়াশোনা শেষ করতে চান । সাথে একটা একটি গাভী অথবা মোটা তাজা করন ষাঁড় পালন করতে চান। তার চাচা একজন ভেটেনারি ডাক্তার । তিনি তাকে সর্বাত্বক সহযোগীতা করবেন।

মন্ড়ব্য ঃ

তাকে দুটি দেশী গাভি কিনে দেওয়া যেতে পারে । যেখান থেকে প্রতিদিন ৮-১০ লিটার দুধ বিক্রি করা সম্ভব ।

অনুদানের প্রস্ড়াব ঃ ৬০০০০/- (ষাট হাজার টাকা)

৳৫০ ৳৫০
পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪৭৪

স্পন্দনবি বাংলাদেশ

স্পন্দনবি বাংলাদেশ এবং রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে আহত কর্মক্ষমহীন সদস্য/সদস্যার মধ্যে দ্বিপাক্ষীক চুক্তি পত্র যাহা অদ্য ২৪/১১/২০১৭ ইং তারিখে সম্পাদিত হলো ।

চুক্তি-পত্রের পক্ষ

প্রথম পক্ষঃ স্পন্দনবি বাংলাদেশ, (বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যার নিবন্ধন নং ২৬২৩ এবং যাহা একটি সাহায্য সংস্থা হিসাবে কাজ করছে) ১৬/১৯, ফ্ল্যাট#৯এ, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ এর পক্ষে উহার কান্ট্রি ডিরেক্টর মসিহ-উর রহমান ।

দ্বিতীয় পক্ষঃ নামঃ তারিকুল ইসলাম
পিতা ঃ একরামুল ইসলাম
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ হাটরা, উপজেলা ঃ মোহনপুর, জেলা ঃ রাজশাহী।
বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ হাটরা, উপজেলা ঃ মোহনপুর, জেলা ঃ রাজশাহী।
(যিনি নিম্ন বর্ণিত সুবিধাভোগী হিসেবে নিজে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছে)

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত "রানা প্লাজা" নামে একটি ৯ (নয়) তলা ভবন ধ্বসে পড়ে যাহাতে কর্মরত সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিক মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুবরণ করে এবং দুই হাজারেরও বেশি শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহতদের মধ্য অনেকেরই বিভিন্ন অঙ্গহানী হয়। আহতদের মধ্যে অনেকেই চিরতরে কর্মক্ষমতা হারিয়ে আর্থিক কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এই আহতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্পন্দনবি বাংলাদেশ একটি প্রকল্প হাতে নেয় এবং আহতদেরকে সরাসরি অর্থ সাহায্য প্রদানের পরিবর্তে তাহাদেরকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় । এমতাবস্থায় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আহতদের মধ্যে হইতে বাছাইক্রমে একটি তালিকা তৈরি করা হয় এবং এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক নিম্নোক্ত শর্ত/ নীতিমালা সাপেক্ষে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত হয় ।

আহতের বর্ননা ও সুবিধা গ্রহনের উদ্দেশ্য

সাভার রানা প্লাজা দূর্ঘটনায় তিনি (তারিকুল ইসলাম) সারা শরীরে ও মেরুদন্ডে আঘাত পান । চিকিৎসার পর তিনি বাড়ী ফিরে গেছেন এবং একটু একটু হাঁটতে পারেন । ভারী কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । তিনি এখন বাড়িতে বেকার অবস্থাতেই বসে আছেন । এহেন আবস্থায় তিনি একটি দুধেল গাভি পালন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন । তাই তাকে ২ টি গাভী কিনে দেয়া হলে তার সংসার চালনার জন্য সহায়ক হয়।

৳৫০ ৳৫০

পঞ্চাশ টাকা

কখ ৪৫২০৪৭৫

<u>শর্ত/নীতিমালা</u>

ক. গাভী ক্রয়ের জন্য প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বমোট ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা প্রদান করবেন ।

খ. প্রদত্ত সাহায্যের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ নিম্নবর্ণিত উপায়ে পুনর্বাসিত হওয়ার অঙ্গীকার করছে-প্রাপ্ত সাহায্য দুধেল গাভী স্পন্দনবি বাংলাদেশের নিকট অনুদান হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

গ. পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ক্রয়কৃত গাভী কোন ক্রমেই বিক্রয়, দান বা অন্যর নিকট হস্তান্তর করতে পারিবেনা ।

ঘ. পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অনুদানকৃত সম্পদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা প্রথম পক্ষ তত্ত্বাবধান ও অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঙ. যদি কোন কারণে দ্বিতীয় পক্ষ এই নথিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থ হয় বা গাভীটির মৃত্যু হয়, তবে যে কোন মুহূর্তে প্রথম পক্ষ বাকী সাহায্য প্রদান (যদি থাকে) বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

উপরের বর্ণিত সকল শর্ত/নীতিমালা আমলে নিয়ে এবং উহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালনে অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকিয়া পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

[signature]
স্বাক্ষর
(প্রথম পক্ষ)
(মসিহ-উর রহমান)
কান্ট্রি ডিরেক্টর
স্পন্দনবি বাংলাদেশ

মোঃ তারেকুল ইসলাম
স্বাক্ষর
(দ্বিতীয় পক্ষ)
(তারিকুল ইসলাম)
ঠিকানা-গ্রাম ঃ হাটরা, উপজেলা ঃ
মোহনপুর, জেলা ঃ রাজশাহী।

স্বাক্ষী গণের স্বাক্ষরঃ

১। মোঃ আঃ গফুর [illegible]

২। [signature] ২৪/১১/২০১৬ইং

৩। [signature] ২৪/১১/২০১৬ইং